ASTRO ARPITA NATH

ক্রান্তীয় বনাম নাক্ষত্রিক রাশিচক্র

Arpita Nath দ্বারা · এখান থেকে শুরু — ভিত্তি · 2026-06-13

কয়েক বছর ধরে ওয়েস্টার্ন বা পাশ্চাত্য রাশিফল পড়ার পর আপনি যদি কখনো বৈদিক জ্যোতিষে আপনার জন্মকুণ্ডলী (Birth Chart) দেখে থাকেন, তবে সম্ভবত আপনি এক ধরনের মহাজাগতিক বিস্ময় অনুভব করেছেন: আপনার রাশিগুলো প্রায় একটি সম্পূর্ণ রাশির অবস্থানে পিছিয়ে গেছে।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ অনুসারে আপনি যদি নিজেকে অগ্নিময় সিংহ রাশির (Leo Sun) জাতক ভেবে থাকেন, তবে বৈদিক জ্যোতিষ আপনাকে হয়তো সংবেদনশীল কর্কট রাশির বলে চিহ্নিত করতে পারে। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কী?

এর মূল কারণটি নিহিত রয়েছে গণনার একটি মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে: **ট্রপিক্যাল রাশিচক্র (Tropical Zodiac) বনাম সাইডরিয়াল রাশিচক্র (Sidereal Zodiac)**।

১. ট্রপিক্যাল রাশিচক্র (পাশ্চাত্য জ্যোতিষ): ঋতুর ওপর ভিত্তি করে

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ট্রপিক্যাল রাশিচক্র ব্যবহার করে। এই পদ্ধতি তার শুরুর বিন্দুটিকে—মেষ রাশির ০ ডিগ্রি (0° Aries)—মহাবিষুব বা ভার্নাল ইকুইনক্সের (উত্তর গোলার্ধে বসন্তের প্রথম দিন, ২১শে মার্চের কাছাকাছি) সাথে সংযুক্ত করে।
• **এটি যেভাবে কাজ করে**: এটি পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থান পরিমাপ করে।
• **এর দর্শন**: এটি রাশিচক্রকে পৃথিবীর বার্ষিক সৌর চক্রের সাথে যুক্ত একটি মনস্তাত্ত্বিক মানচিত্র হিসেবে বিবেচনা করে।
• **আসল বিষয়টি হলো**: এটি ধরে নেয় যে মহাবিষুব সর্বদা মেষ তারামণ্ডলের বাস্তব অবস্থানের সাথে সমান্তরাল থাকে—যা ২,০০০ বছর আগে সত্য ছিল, কিন্তু এখন আর সত্য নয়।

২. সাইডরিয়াল রাশিচক্র (বৈদিক জ্যোতিষ): স্থির তারার ওপর ভিত্তি করে

বৈদিক জ্যোতিষ (Jyotish) সাইডরিয়াল রাশিচক্র (নিরয়ণ পদ্ধতি) ব্যবহার করে। পৃথিবীর পরিবর্তনশীল ঋতু ব্যবহার করার পরিবর্তে, এটি রাতের আকাশে তারার প্রকৃত বাস্তব অবস্থানের সাথে রাশিচক্রকে সংযুক্ত করে।
• **এটি যেভাবে কাজ করে**: এটি পরিমাপ করে যে ঠিক এই মুহূর্তে স্থির নক্ষত্রমণ্ডলের বিপরীতে গ্রহগুলো বাস্তবে কোথায় অবস্থান করছে।
• **এর দর্শন**: এটি কর্ম এবং মহাজাগতিক সময় নির্ধারণ করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে অনুসরণ করে।
• **২৪-ডিগ্রির পরিবর্তন**: অয়নচলন বা বিষুবের চলন (Precession of the Equinoxes)

দুটো পদ্ধতি কেন একরেখায় বা এক সাথে নেই?

এর উত্তর হলো একটি মহাজাগতিক ঘটনা, যার নাম বিষুবের চলন বা প্রিসেশন অব দ্য ইকুইনক্সেস। পৃথিবী একটি নিখুঁত, সোজা লাটিমের মতো ঘোরে না। সময়ের সাথে সাথে এটি তার অক্ষের ওপর ধীরে ধীরে কিছুটা দোলে বা হেলে ঘোরে। এই সূক্ষ্ম দোলনের কারণে, পৃথিবীর ঋতুর সাপেক্ষে নক্ষত্রের অবস্থান প্রতি ৭২ বছরে প্রায় ১ ডিগ্রি করে সরে যায়।

বিগত দুই সহস্রাব্দ ধরে, এই দোলন প্রায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রির একটি ব্যবধান তৈরি করেছে (যা **অয়নাংশ** বা **Ayanamsa** নামে পরিচিত)।

যেহেতু প্রতিটি রাশি ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই ২৪ ডিগ্রি বিয়োগ করার ফলে বেশিরভাগ গ্রহের অবস্থান ঠিক তার আগের রাশিতে পিছিয়ে যায়!

আপনি যদি ঋতুভিত্তিক প্রতীকী রূপরেখার মাধ্যমে আপনার মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বুঝতে চান, তবে আপনার পাশ্চাত্য ছকটি সেই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু আপনি যখন আপনার প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, তখন গ্রহগুলো বাস্তবে মহাশূন্যে কোথায় অবস্থান করছিল তা যদি আপনি জানতে চান, তবে আপনার বৈদিক ছকই সেই সঠিক মানচিত্রটি তুলে ধরে।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।